দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 0-8 DEC 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

বিজয় মেলার সমাবেশে হামলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পুলিশের সহিত মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের সংঘর্ষ ॥ শতাধিক আহত

ডিসি, এসপি, জেলা জজের বাসভবনে হামলা ॥ বিডিআর মোতায়েন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে মোহাম্মদ আরজু ॥ গতকাল (সোমবার) প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রসহ এডাবভুক্ত এনজিওদের আহূত সমাবেশকে কেন্দ্রকরিয়া সমাবেশ বিরোধী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষে পুলিশসহ শতাধিক লোক আহত হইয়াছে। আহত ২৫ জনকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে বুলেটবিদ্ধ ইকবাল মিয়া (২০), কার্তিক (২৮) ও রতন মিয়ার (২৫) অবস্থা আশংকাজনক। ছররা গুলীতে আহতদের মধ্যে রহিয়াছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসার ছাত্র সিরাজুল করিম (২২), আলআমীন (২০), মোঃ বাছির (২১), আবদুল কাদির (২২), জিল্লুর রহমান (২২), হাসান (২০), ঘাটুরা মসজিদের মোয়াজ্জিন কাজী ফরহাদ (২৫), রিকশা চালক রহমত আলী (৩০), রিপন (২২), হাফেজ মোশতাক (২২)। তাহাছাড়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মকবুল হোসেন ভুঁইয়া, সহকারী পুলিশ সুপার (সদর) মাহবুবসহ ২৫ জন পুলিশ আহত হয়।

শহর হইতে প্রায় (২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

২ কিলোমিটার দূরে ঘাটুরা হইতে এডাব-এর চেয়ারম্যান ডঃ কাজী ফারুকের নেতৃত্বে তৃণমূল সংগঠনের প্রায় ১০ হাজার পুরুষ-মহিলার একটি মিছিল বেলা পৌনে ২ টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজের নিকট পৌঁছিলে পুলিশ বাধা দিলে মিছিলকারীরা নিয়াজমু হম্মদ স্কুলমাঠে ঢুকিয়া বিজয় মেলার সমাবেশ শুরু করে। এডাবের চেয়ারম্যান ডঃ কাজী ফারুক আহম্মদ ইহাতে প্রধান অতিথি ছিলেন। বেলা দেড়টায় সমাবেশ বিরোধী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের একটি মিছিল সমাবেশের নিকটবর্তী রেল গেইটের কাছে পৌঁছিলে পুলিশ বাধা দিলে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য অর্ধশতাধিক রাউন্ড কাদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ব্যবহার করিয়াও ব্যর্থ হইয়া পিছনে হটিয়া যায়। মিছিলকারীরা সমাবেশে হামলা করিয়া সমাবেশ পন্ড করিয়া দেয়। এ দিকে সমাবেশ বিরোধীদের একটি মিছিল থানা ঘেরাওয়ের চেষ্টা করিলে পুলিশ গুলীবর্ষণ করিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সমাবেশ বিরোধীরা শহরের কাউতলীস্থ প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ও কয়েকটি মোটর সাইকেলে অগ্নিসংযোগ করিয়া পোড়াইয়া দেয়। তাহাছাড়া সমাবেশ বিরোধীরা জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও জেলা জজের বাসভবনে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করিয়া ক্ষতিসাধন করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে বিডিআর মোতায়েন করা হইয়াছে। শহরে উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ও জনতার উপর হামলার প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ আহাম্মদ আজ (মঙ্গলবার) ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করিয়াছেন এবং বিকাল ৩ টায় পৌর মুক্তমঞ্চে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হইবে। সমাবেশে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হইবে।

আমাদের রিপোর্টার জানান ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিয়াজ স্টেডিয়ামে গতকাল (সোমবার) পূর্ব-নির্ধারিত ৫ দিনব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের উৎসব শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ফতোয়াবাজির কারণে তাহা হইতে পারে নাই। ফলে শহরের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হইয়া উঠে। স্থানীয় একটি মসজিদের ইমাম এই উৎসবকে শিরক ও মহিলাদের উপস্থিতিকে শরীয়ত বিরোধী বলিয়া ফতোয়া দেন এবং একই স্থানে পাল্টা ৭ দিনব্যাপী একটি ধর্মীয় মাহফিল অনুষ্ঠানেরও ঘোষণা দেন। এই অবস্থায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াইতে জেলা প্রশাসক গত রবিবার নিয়াজ স্টেডিয়ামে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেন। ৫ দিনব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের উৎসব ও তৃণমূল মানুষের উন্নয়ন সমাবেশের উদ্যোগ নেওয়া হয় অনেক পূর্ব হইতেই। কিন্তু উৎসব বিরোধিতাকারীদের প্রবল চাপের মুখে জেলা প্রশাসন গত ৩রা ডিসেম্বর উৎসব স্থগিত ঘোষণা করে।